দৈনিক ইত্তেফাক

১৫

তারিখ 14 JUN 1995
পৃষ্ঠা ২ কলাম ৩

ভর্তির ইন্টারভিউ না প্রহসন ?

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ে এ বছর মাষ্টার্স কোর্সে ভর্তির ইন্টারভিউয়ের নামে করা হইয়াছে রীতিমত প্রহসন। ভর্তির যোগ্যতা চাওয়া হইয়াছিল যে কোন স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয় বা ইনষ্টিটিউট হইতে সংশ্লিষ্ট বিভাগে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং ডিগ্রি। কিন্তু গত ১৯ ও ২০শে এপ্রিল অনুষ্ঠিত ইন্টারভিউয়ে ভর্তিচ্ছুদের পড়ালেখা সংক্রান্ত কোন প্রশ্ন না করিয়া তাহাদের নিকট জানিতে চাওয়া হইয়াছে বিএসসি ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে তাহাদের প্রাপ্ত নম্বরের গড়। যাহারা ৫০%-এর কম নম্বর পাইয়াছে তাহাদের চোখ বুঁজিয়া বাদ দেওয়া হইয়াছে। ইহাই নাকি একাডেমিক রুল। এখন আমার প্রশ্ন, ৫০%-এর কম নম্বর প্রাপ্তদের যদি ভর্তি না-ই করা হইবে তবে তাহা পত্রিকায় প্রকাশিত ভর্তি বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হইল না কেন ? তাহা হইলে তো ৫০% এর কম নম্বরপ্রাপ্তরা ভর্তির আবেদন করিতে যাইয়া খরচান্ত হইতাম না। আরো একটি প্রশ্ন, এম এস-সি ইঞ্জিনিয়ারিংয়ের মত উচ্চতর একটি কোর্সে ভর্তি পরীক্ষা না লইয়া ভর্তি করা হইবে কেন—বিশেষত সেখানে গৃহীত মৌখিক পরীক্ষা প্রমাণিত হয় প্রহসন হিসাবে ?

আমার আবেদন, উক্ত তথাকথিত ইন্টারভিউ বাতিল করিয়া প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের মাষ্টার্স কোর্সে ভর্তির জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মত পরীক্ষার নিমিত্তে ভর্তি পরীক্ষা নেওয়া হোক। এ ব্যাপারে তদন্তপূর্বক জরুরী পদক্ষেপ লইবার জন্য শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতেছি।

—নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক।